107144 - হারাম উপার্জনরে প্রকারসমূহ এবং সাহাবীদরে উপার্জনরে উৎসগুলো কী ছলি? এর মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি?

প্রশ্ন

আমি উচ্চশক্ষিা সম্পন্ন করছে এবং 'মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা' (HRM)-এর উপর ডগ্রিি অর্জন করছে। আমার গবষেণার বশিষে ক্ষত্রে কর্মকর্তাদরে ব্যবস্থাপনা। এটি MBA ভুক্ত প্রসদ্ধি সার্টফিকিটেগুলোর মাঝে অন্যতম। কন্তিু আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামরে পথ দখোনোর পর আমার মনে হয় যে এই যোগ্যতা কোনো উপকারে আসবে না। এর কারণসমূহ নম্নিরূপ: ১. উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তদিরে জন্য সুলভ চাকুররি ক্ষত্রেে সুদ লখো আবশ্যক। ২. অধকিাংশ ক্ষত্রেে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাদরে নতুন রক্রিুটংি এর ক্ষত্রেে উভয় লঙ্গি থকেে কর্মকর্তা নয়িোগ দতিে হয়। এর অর্থ হচ্ছে চাকুরীদাতার সাথে একজন নারীর প্রথম সাক্ষাৎকারটা হবে মাহরাম ছাড়া। তাকে নয়িোগ দয়োর পরওে তার সাথে একত্রতি হওয়া ও নর্জিনে অবস্থান করা লাগতে পার; যমেন- তার কাজরে মূল্যায়ন করার জন্য বা মানব-সম্পদ সক্টেররে অন্য আরও অনকে প্রয়োজন। ৩. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধকিাংশ কর্মক্ষত্রেে (আমাদরে দশেে কোন ব্যতক্রিম ছাড়া) অবাধ মলোমশো বদ্যিমান। নারীরা পুরুষদরে সামনে তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ কর। আমার জন্য কি এমন কর্মক্ষত্রেে কাজ করা জায়যে হব; এই আশায় যে আমি সখোনে ইসলামরে নীতি-নতৈকিতা মনেে চলব এবং আমার সহকর্মীদরেকে দ্বীনরে প্রতি আহ্বান জানাব ও তাদরে জন্য আদর্শ হব? নাকি আমার জন্য পুরোপুরি এই কাজ ছড়েে দয়িে অন্যান্য দক্ষতা অর্জনে মনোযোগ প্রদান করা উচতি; যদওি সইে পশোর বতেন কম হয় এবং সামাজকি মর্যাদা নচিু হয়, তবে সইে পশো আমাকে এই সমস্ত অনষ্টিরে দকিে ধাবতি করবে না। যদি শষেোক্ত সমাধানই সঠকি হয়: তাহলে আমাকে এমন কছিু পশোর উদাহরণ দনি যগেুলোতে ফতিনা সর্বনম্নি থাক। এছাড়া সাহাবীরা কীভাবে জীবকিা উপার্জন করতনে আমাকে এর কছিু উদাহরণ দনি। অধকিন্তু, আমাকে কউে কউে বলছেনে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো অধীনে কাজ করার চয়েে ব্যবসাকে পছন্দ করছেনে। এই কথার কি কোনো ভত্তিি বা দলীল আছ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কছিু চাকুরি আছে যগেুলো সত্তাগতভাবে হারাম। যমেন: সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা কংিবা মদ বক্রিরি দোকানে চাকুরি করা।

আর কছিু চাকুরি আছে যগেুলোর কর্মক্ষত্রেে বদি্যমান শরীয়তরে বধিান লঙ্ঘনরে কারণে সে কাজগুলো হারাম। যমেন: নারী-পুরুষরে মাঝে অবাধ মলোমশো কংিবা হারাম পোশাক পরা অথবা শরীয়ত লঙ্ঘতি হয় এমন রূপ ধারণ করার শর্ত থাকা, যমেন: দাড়ি কামযিে ফলো। এই উভয় প্রকার চাকুরহিি মুসলমিরে জন্য জায়যে নইে।

দ্বতিীয় প্রকাররে চাকুরগিুলোর মাঝে হারামরে মাত্রার তারতম্য আছ।ে সবচয়েে বশেি পাপ এমন চাকুরতিে যখোনে সুদ লখিতে হয়। তারপর যখোনে হারাম কছিু বক্রিি বা নর্মিাণ করতে হয়। তারপর এমন চাকুরি যার পরবিশে হারাম। শষেোক্ত প্রকাররে ব্যাপারওে অবহলো করা যাবে না। কারণ এটি কর্মকর্তার দ্বীনদারতিা ও চালচলনে প্রভাব ফলে।ে বশিষেতঃ নারীর ফতিনার ক্ষত্রে;ে যা বনী ইসরাইলরে প্রথম ফতিনা। এটি মুসলমি পুরুষরে জন্য সবচয়েে ক্ষতকির ফতিনা যমেনটি আমাদরে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে জানয়িছেনে।

আপনাদরে দশেে যদি সব ক্ষত্রেে নারী-পুরুষরে মলোমশো থাকে, নারী-পুরুষরে মলোমশো বহিীন না থাকার মত এবং আপনি যদি মনে করনে যে ঐ সমস্ত স্থানে আপনার উপস্থতিি উপকারী, আপনি কছিু অনষ্টি দূর করতে পারবনে কংিবা কছিুটা হ্রাস করতে পারবনে, আপনার অধীনে থাকা কর্মচারীদরেকে উপদশে দতিে পারবনে, তাদরেকে আপনার সাধ্যমত সৎকাজরে আদশে ও অসৎকাজে নষিধে করতে পারবনে এবং নারীদরে ফতিনা থকেে আপনাকে মুক্ত রাখবে এমন সতর্কতামূলক পদক্ষপে আপনি গ্রহণ করবনে, যমেন: আপনি অববিাহতি হলে দ্রুত ববিাহ করা, তাদরে দকিে দৃষ্টপিাত না করা, তাদরে সাথে একান্তে না থাকা, কর্মরে প্রয়োজনে কছিু নারী সহকর্মীর সাথে বসলে অফসিরে দরজা খোলা রাখা এবং নারী সহকর্মীর কাছাকাছি না বসা ইত্যাদি সক্ষেত্রেে আমরা মনে করি, যে চাকুরতিে থকেে আপনি কছিু শরয়ি কল্যাণ সাধন করতে পারবনে ও কছিু অনষ্টি হ্রাস করতে পারবনে সখোনে আপনি থাকাটা এ চাকুরগিুলোতে একবোরে দ্বীনদার মানুষ না-থাকা ও অঙ্গনগুলো নরিটে বদ্বেীন ও শরয়ি বধিানরে বালাই নইে এমন লোকদরে জন্য ছড়েে দয়োর চয়েে উত্তম। কারণ মাধ্যমে অনষ্টি ব্যাপক আকার ধারণ করবে ও বাড়তে থাকবে এবং এর প্রতকিার করা কঠনি হয়ে যাব।ে এমন কত বশি্ববদ্যিালয়রে শক্ষিক আছনে যারা সহশক্ষিা রয়ছেে এমন বশি্ববদ্যিালয়ে পড়য়িছেনে, কন্তিু আল্লাহ তাদরে মাধ্যমে অনকে উপকার সাধন করছেনে এবং বহু অনষ্টি প্রতহিত করছেনে।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করছি যে, আপনওি ঐ সমস্ত সংস্কারকদরে একজন হবনে।

তদুপরি, যদি আপনি মনে করনে য,ে এ চাকুরতিে যোগদান করলে আপনি দ্বীনদারতিা রক্ষা করতে পারবনে না, বরং একটু একটু করে হারামরে দকিে আপনাকে ধাবতি করা হব,ে সক্ষেত্রেে আপনার সামনে তৎক্ষণাৎ চাকুরটিি ছড়েে দওেয়া ছাড়া ভন্নি কোনো উপায় নইে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কছিু ছড়েে দয়ে আল্লাহ তাকে এর চয়েে উত্তম কছিু প্রদান করনে; যমেনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে।

দুই:

সাহাবীরা যে সমস্ত কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতেন তা অগণিত। তন্মধ্যে রয়েছে: ব্যবসা করা। যেমন: আবু বকর সিদ্দীক, উসমান ইবনে আফ্ফান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আরও রয়েছে: কৃষিকাজ করা; চাই তারা নিজের জমির মালিক হন কিংবা কর্মচারী হিসেবে খাটেন। এই ক্ষেত্রে থেকে অনেক মুহাজির ও আনসার সাহাবী উপার্জন করতেন। আরও রয়েছে: পেশা-ভিত্তিক কাজ। যেমন: কামার, ছুতার ইত্যাদি। আরো রয়েছে রাষ্ট্রের সাথে জড়িত পেশা। যেমন: শিক্ষা, যাকাত সংগ্রহ, বিচার কাজ প্রভৃতি। আরো রয়েছে: জিহাদ থেকে উপার্জন; যেমন: গনীমত।

কিন্তু তৎকালীন জীবনযাত্রার ধরন, পেশা ও শিল্প এবং এ যামানায় জীবনযাত্রার ধরণ, পেশা ও শিল্পের মাঝে বিরাট ব্যবধান। "প্রত্যেক ঘটনার বক্তব্য আলাদা" যেমনটি প্রবাদে বলা হয়।

তিনি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের কর্মের উপর ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন মর্মে কোনো কথা আমাদের জানা মতে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ দিয়েছেন কৃষিকাজকে। আরেক দল হাতের কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন: হস্তশিল্প।

ব্যবসার ফযীলত প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসায়।’[দেখুন: আস-সিলসিলাহ আদ-দঈফাহ: (৩৪০২)]

অন্যদিকে হাতের উপার্জন ও ব্যবসার ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণনা হচ্ছে: রাফে’ ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: জিজ্ঞাসা করা হলো: সর্বোত্তম উপার্জন কী? তিনি বললেন: “ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রতিটি নির্ভেজাল বিক্রি।”[হাদীসটি আহমদ (১৭২৬৫) বর্ণনা করেন। মুসনাদের মুহাক্কিকরা এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তারগীব’ গ্রন্থে (১৬৯১) এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।”[বুখারী (১৯৬৬) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘আলেমরা সর্বোত্তম উপার্জনের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। মাওয়ার্দী বলেন: উপার্জনের মৌলিক মাধ্যম হচ্ছে: কৃষি, ব্যবসা ও পেশা। শাফেয়ীর মাযহাবে উত্তম উপার্জন হচ্ছে: ব্যবসা। তবে আমার কাছে অগ্রগণ্য হচ্ছে: সর্বোত্তম উপার্জন কৃষিকাজ। কারণ সেটি তাওয়াক্কুলের নিকটবর্তী।

ইমাম নববী পূর্বোক্ত মিকদাম (রাঃ) এর হাদীস দিয়ে তার বক্তব্যকে রদ করে বলেন: সঠিক হচ্ছে: সর্বোত্তম উপার্জন যা নিজের হাত দিয়ে যা করা হয়। যদি কেউ কৃষক হয় তাহলে এটি তার সর্বোত্তম উপার্জন। কারণ এতে রয়েছে নিজের হাতের

কাজ। আর যহেতেু এতে তাওয়াক্কুল থাকে এবং এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানুষ ও পশুর উপকার হয়। অধকিন্তু স্বভাবতঃই বনিমিয় ছাড়া এর থকেে খাওয়া হয়।

আমি বলব: হাতরে কামাইয়ে এর থকেওে উপরে রয়ছেে জহিাদরে মাধ্যমে কাফরেদরে সম্পদ থকেে উপার্জন করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদরে উপার্জন। এটি সবচয়েে সম্মানজনক উপার্জন। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর কালমো উচ্চকতি হয় এবং তার শত্রুদরে কালমো লাঞ্ছতি হয়। এছাড়া এর দ্বারা আখরিাতরে উপকার সাধতি হয়।

তনিি বলনে: যে ব্যক্তি নজি হাতে কাজ করে না তার জন্য কৃষকিাজ উত্তম। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লখে করছে।ি

আমি বলব: এর কারণ হলো ইতপিূর্বে যা উল্লখে করা হয়ছেে যে, এতে পরোপকার রয়ছে।ে বস্তুতঃ পরোপকার কবেল কৃষকিাজে সীমতি নয়। বরং যা কছিুতে হাত দ্বারা কাজ করা হয় তা সবই পররে উপকার কর।ে কারণ এর মাধ্যমে এমন কছিু প্রস্তুত করা হয় যা মানুষরে প্রয়োজন।

সঠকি কথা হলো: এগুলোর স্তর বভিন্নি। অবস্থা ও ব্যক্তভিদেে তা বভিন্নি। আল্লাহ তাআলার কাছে এ বষিয়রে প্রকৃত জ্ঞান রয়ছে।ে’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৪/৩০৪)]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে যে ব্যক্তি অন্যান্য কাজরে তুলনায় কৃষকিাজে দক্ষ তার জন্য কৃষকিাজ উত্তম। আবার পশো-ভত্তিকি কাজ অন্য কারো জন্য উত্তম। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি ব্যবসায় পারদর্শী হয় তাহলে তার জন্য ব্যবসা অন্য কছিু থকেে উত্তম।

তাই প্রত্যকে মানুষরে উচতি নজিরে সাথে মানানসই এবং নজিে দক্ষ এমন কাজ বাছাই করা। তারপর এই কাজরে মাধ্যমে সে নজিে সকল মুসলমিরে উপকার করার চষ্টো করা উচতি। আল্লাহ তা’আলাই তৌফকিদাতা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।